দৈনিক সংবাদ

26 JAN 1997

ইউপি নির্বাচন ঃ ২৩ এপ্রিল—১৩ মে

এইচএসসি পরীক্ষা দু'হপ্তা পেছাচ্ছে

॥ আবদুল্লাহ আল ফারুক ॥

আন্তঃবোর্ড সমন্বয় কমিটির সভার মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের জন্য এইচএসসি পরীক্ষা দু'সপ্তাহ পেছানোর নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ২৩শে জানুয়ারি নির্বাচন কমিশনকে এক চিঠির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে।

চিঠিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্বাচন কমিশনের মতামতের কথা উল্লেখ করে বলেছে যে, গত ১৩ই জানুয়ারি আন্তঃবোর্ড সমন্বয় কমিটির সভায় এ ব্যাপারে আলোচনা হয়। ওই আলোচনার ভিত্তিতেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এইচএসসি পরীক্ষা ৮ই মে'র পরিবর্তে ২২শে মে থেকে শুরু করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, নির্বাচন কমিশন সারাদেশের সর্বমোট ৪ হাজার ৪শ' ৬৮টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের জন্য কমপক্ষে তিন সপ্তাহ সময় প্রয়োজন বলে জানিয়ে দিয়েছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে। সে অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন একটি প্রাথমিক সময়সূচি নির্ধারণ করেছে আগামী ২৩শে এপ্রিল থেকে ১৩ই মে পর্যন্ত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রেরিত চিঠিতে নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সময়মত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এইচএসসি পরীক্ষা পেছানো যেতে পারে বলে মতামত জানিয়েছে। তবে যেহেতু এখনো নির্বাচনের দিন–তারিখ চূড়ান্ত করা হয়নি সে জন্যে 'এই অবস্থায় পরীক্ষার তারিখ পেছানো বা পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কি না' তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, তারা এ ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে জবাব দিচ্ছে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ ও নির্বাচনী তফসিল তৈরি করে ঘোষণা দেবে।

সূত্র জানায়, ইতিপূর্বে মন্ত্রিপরিষদের সভায় যথাসময়ে অর্থাৎ এপ্রিলের শেষদিকে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন শুরুর সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুযায়ী স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় নির্বাচন কমিশনের মতামত নিয়েছে। নির্বাচন কমিশন ২৩শে এপ্রিল থেকে ১৩ই মে সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্যে মতামত জানিয়েছে।

পরীক্ষা ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৫

পরীক্ষা ঃ পেছাচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানা গেছে, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় নির্বাচন কমিশনের মতামতের ভিত্তিতে একটি সার–সংক্ষেপ তৈরি করছে। আগামী সপ্তাহে মন্ত্রিপরিষদের সভায় এই সার সংক্ষেপ আলোচ্য সূচি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। মন্ত্রিপরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত হলেই স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও নির্বাচন কমিশন নিজ নিজ কাজ শুরু করবে।